১৯৮২ সালে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যাঁরা বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার পেলেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ছোট গল্পে লায়লা সামাদ, শিশু সাহিত্যে রাজিয়া মাহবুব এবং ডক্টর হালিমা খাতুন। আমরা এখানে লায়লা সামাদ, রাজিয়া মাহবুব এবং ডক্টর হালিমা খাতুনের সাহিত্য কৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি প্রতিবেদন পেশ করলাম।

—সম্পাদিকা

বাংলা একাডেমীর এবারের সাহিত্য পুরস্কার

রাজিয়া মাহবুব

লায়লা সামাদ

হালিমা খাতুন

রাজিয়া মাহবুব

ছোট গল্প লেখিকা হিসেবে রাজিয়া মাহবুব পরিচিত হলেও শিশু সাহিত্যে তাঁর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিশু সাহিত্য রচনা করতে হলে শিশুমনকে পুরোপুরিভাবে জানতে হয় বুঝতে হয়। সার্থক শিশু সাহিত্য রচনা একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব যিনি এসব গুণের অধিকারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের বয়সটাকে অনেকগুলো বছর পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারেন—অর্থাৎ একাত্ম হয়ে যেতে পারেন শিশুর সঙ্গে।

পঞ্চাশের দশক থেকে সাহিত্যের এই দুই অঙ্গেই তার সমান প্রদচারণ। সেদিনের যারা শিশু কিশোর অর্থাৎ আজ যারা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব তাদের মন কেড়ে নিয়েছিলেন তাদের জন্য লেখা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত গল্প ও নাটক দিয়ে।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ (ছোটদের জন্য):

* ছোটদের গল্প (১৯৫৭)
* সাগর কন্যা (১৯৫৯)—নাটক
* লালীর বিপদ (১৯৬৪)—ইসাবেল হটন পুরস্কার লাভ।
* ভুতুম ভুতুম (১৯৭৯) শিশু একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত।

তাঁর লেখা নাটক 'বুদ্ধির জোর' (বাংলা একাডেমী অডিটোরিয়ামে মঞ্চস্থ) পুরস্কৃত হয়েছিল ১৯৬৩ সনে।

১৯৫৪ সনে তিনি ছোট গল্পের জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৬৬ সনে লন্ডন উইমেন্স কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয় ছোটদের গল্প 'লালীর বিপদের' জন্য। ৮১ সনে ছোট গল্পের জন্য লেখিকা সংঘের সাহিত্যপদক লাভ করেছেন। এবার ১৯৮২-তে বাংলা একাডেমী কর্তৃক পুরস্কৃত হলেন শিশু সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য।

ছোটদের জন্য অনুবাদের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান রয়েছে। তার অনূদিত গ্রন্থ হচ্ছে—

১। খেলতে খেলতে জীবন শুরু।

২। ডাক্তার আসার আগে।

৩। হ্যান্স এন্ডারসনের রূপকথা (বাংলা একাডেমীতে প্রকাশনার অপেক্ষায়)

রাজিয়া মাহবুবের মঞ্চে বেতারে ও টেলিভিশনে প্রচারিত নাটকগুলোর ভেতর—'সাগর কন্যা,' ভুতুম ভুতুম, বিচার ও আবদুল্লাহ আল-মামুন ও খালেদা ফাহমী প্রযোজিত ছোটদের ঐতিহাসিক নাটক—দিনের পর দিন, সুলতান সালাহউদ্দিন ও রিচার্ড, সুলতান গিয়াসউদ্দিন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি শুধু শিশু মনোস্তাত্ত্বিক নয়, শিশুদের কল্যাণের কথা ভেবে শিশু মনস্তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ লিখেছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বক্তব্য রেখেছেন বিভিন্ন সেমিনারে।

এ বিষয় তাঁর লিখিত গ্রন্থ আপনি ও আপনার সন্তান (১৯৫৬ সন) বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল পাঠক মহলে।

কয়েকটি স্বল্পবুদ্ধি শিশু মেন্টালি রিটার্ডেড চিলড্রেন নিয়ে কাজ করছেন তিনি।

লায়লা সামাদ

এদেশের সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে লায়লা সামাদ অতি সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি দিনাজপুরের মেয়ে শিক্ষালাভ করেছেন কলকাতায়। দেশ বিভাগের অল্পকাল পরে স্থায়ীভাবে ঢাকায় এসে বসবাস করেন।

দশ বছর বয়স থেকে লিখছেন লায়লা সামাদ। দেশ বিভাগের পূর্বে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'সওগাত' পত্রিকায়। বেগমেও তিনি নিয়মিত লিখতেন।

সাহিত্যের সব অঙ্গনেই লায়লা সামাদের বিচরণ। তিনি গল্প, ছোটদের গল্প। নাটক প্রবন্ধ, উপন্যাস, কবিতা সবই লিখে থাকেন। তবে ছোট গল্প নাটক ও শিশু সাহিত্যে তাঁর খ্যাতি অধিক।

গল্প, প্রবন্ধ, নাটক ও শিশু কাহিনী নিয়ে এ পর্যন্ত তার প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা মোট এগারোটি। বর্তমানে দুটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়ে আছে প্রকাশনার অপেক্ষায় ও আরও তিনটির ওপর কাজ করে যাচ্ছেন।

সাহিত্য কর্মের জন্য উল্লেখযোগ্য তিনটি পুরস্কার তিনি লাভ করেছেন। ছোট গল্পের জন্য নুরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী স্বর্ণ পদক ও সুফী মোতাহার হোসেন পুরস্কার তিনি লাভ করেছেন। এ বৎসরে (১৯৮২) তিনি লাভ করলেন বাংলা একাডেমী পুরস্কার।

লায়লা সামাদ সমাজ সচেতন শিল্পী। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু অতি বৈচিত্র্যময় যা নাগরিক ও গ্রামীজীবন অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। তবে মূলত মধ্যবিত্ত জীবনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি। অতি সাবলীল ভাষায় অনবদ্যভাবে কাহিনী বর্ণনায় সিদ্ধ হস্ত তিনি। সে কারণেই একটা নিজস্ব পাঠক সমাজ গড়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

লেখক হিসেবে তিনি বিভিন্ন দেশে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন বহুবার। ১৯৭০ সালে সোভিয়েটের আমন্ত্রণে তিনি কাজাকিস্তানে আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আমন্ত্রণেও তিনি সেখানকার বহু রাজ্য সফর করে এসেছেন। কয়েকটি সাহিত্য সেমিনারে সম্মেলনে যোগদানের জন্য ভারতেও তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন কয়েকবার।

হালিমা খাতুন

ডক্টর হালিমা খাতুন দীর্ঘদিন ধরে শিশুদের জন্যে গল্প, কবিতা, ছড়া লিখে আসছেন। এ পর্যন্ত শিশুদের জন্যে লেখা তাঁর ১৩ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম প্রকাশিত ছোটদের জন্যে গল্পগ্রন্থ 'সোনা পুতুলের বিয়ে' প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে।

এ বছর 'বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার' পাবার পর তাঁর অনুভূতি জানতে চাইলে তিনি বলেন, অনুভূতি এমন কিছু নয়। পুরস্কার পেয়ে খুশী হয়েছি। শিশুদের সবচেয়ে বেশী ভালবাসি বলেই শিশুদের জন্যে লিখি। আমার নাত-নাতনীরা ছোট, কিছু লিখতে গেলেই ওদের কথা মনে পড়ে। তাই ওদের জন্যে ওদের সমবয়সীদের জন্যে লিখতে আমার ভাল লাগে। তাই বলে ওরা বড় হলে আমি শিশুদের জন্য লিখবো না একথা আমি ভাবতে পারি না। আসলে আমার পেশাগত দায়িত্বও শিশুদের মনোজগত নিয়ে। তাই শিশুদের জন্য লিখতেই আমার সবচেয়ে বেশী পছন্দ।

হালিমা খাতুনের সোনাপুতুলের বিয়ে ছাড়াও ছোটদের জন্যে অন্যান্য বইগুলো: কাক ও আতা, হরিণের চশমা, কুমীরের বাপের শ্রাদ্ধ, পশুপাখির ছড়া, কাঁঠাল খাব, পাখির ছানা, বাঘ ও গরু, বাচ্চা হাতির কান্ড, ছবি ও পড়া, উজবুক এক কাক, পরিবেশ পরিচিতি এবং অ্যান্ট অ্যান্ড দাদার গোল্ড (ইংরেজী)।

বাংলা একাডেমী পুরস্কার পাওয়া ছাড়াও ডক্টর হালিমা খাতুন ১৯৭৯ সালে নুরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন এবং ১৯৮১ সালে সুন্দরবন সাহিত্য পুরস্কার স্বর্ণপদক পেয়েছেন।